বিনীত নিবেদন
প্রসঙ্গ আলপিন কৌতুক

॥ আল্লামা মোহাম্মদ সাদেক নূরী ॥

সম্প্রতি দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার 'আলপিন'-এ প্রকাশিত একটি কৌতুক নিয়ে দেশে জরুরি আইনবিরোধী তৎপরতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর পায়তারা চালানো হয়। এ তৎপরতার সাথে মাঠপর্যায়ে যারা জড়িত তাদের নেতাদের মতে, উক্ত কৌতুকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এদের আরো একটি পরিচয় হলো এরা প্রায় সকলই দুর্নীতিতে চারবার চ্যাম্পিয়ন জোট সরকারের সাথে মোহাম্মদ যুক্ত নাম ও কথিত ইসলামী ঝান্ডা নিয়ে দোসর হিসেবে ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কৌতুকটি ইতোপূর্বে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পত্রিকা 'কিশোর কণ্ঠ' নভেম্বর '৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলপিনের সাথে কিশোর কণ্ঠের তফাৎ শুধু কিশোর কণ্ঠ-এর কদুর স্থলে আলপিনে 'বিড়াল' ব্যবহার করা হয়েছে। তখন জামাতসহ আলপিনবিরোধী আন্দোলনের নেতারা সবাই আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধী দলে ছিলেন। জামাত আমির নিজামী সাহেবসহ আলপিনবিরোধী আন্দোলনের নেতারা তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্চ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হতে পারে আলপিন সম্পাদক এ কারণেই কৌতুকটি পুনঃপ্রকাশে কোনো দোষবোধ করেননি।

আসলে কৌতুকটিতে এক শ্রেণীর মক্তবমোল্লার প্রভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে যে কোনো নামের সাথে 'মোহাম্মদ' যুক্ত করার যে তাগিদ প্রচলিত রয়েছে তার বিরুদ্ধে একটি প্রচ্ছন্ন ও তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ্যণীয়। এ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 'মোহাম্মদ' শব্দটির প্রতি সম্পাদকের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির তীব্রতাই প্রকাশ পেয়েছে। তার এ প্রতিবাদের পিছনে বাস্তব কারণও বিদ্যমান।

এটা কে না জানে যে, উক্ত শ্রেণীর প্রভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ 'মোহাম্মদ' যুক্ত নামধারী ব্যক্তি দেখা যায়, যারা নানারকম দুষ্কর্মে জড়িত এবং ধৃত হয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত এমনকি কারারুদ্ধ হচ্ছে। এটাকে কেউ যদি 'মোহাম্মদ' শব্দের অবমাননা মনে করে এর যথেচ্ছা ব্যবহারের প্রতিবাদ করে তা কি দোষের হতে পারে! বস্তুতঃ ভারতবর্ষের মুসলমানদের নাম নিয়ে আরবরা হাসে, কেউ যখন নিজের নাম মোহাম্মদ ওমর আলী বলে পরিচয় দেয় ওরা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে মোহাম্মদ, ওমর এবং আলী এই তিন মহামানবই তুমি! অপরদিকে পাসপোর্টে ইংরেজী সংক্ষেপে মোহাম্মদ (গফ.) দেখলে 'মটর ড্রাইভার' আখ্যা দিয়ে সৌদি দূতাবাস পাসপোর্টটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভিসা দেয় না। এসব কারণে সব নামের পূর্বে 'মোহাম্মদ' ব্যবহারের যে তাগিদ শিক্ষকের তরফ থেকে কৌতুকে দেখানো হয়েছে, কৌতুকটিতে মূলতঃ তারই তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তো ননই, এমনকি 'মোহাম্মদ' শব্দটি নিয়েও তাতে কোনো ব্যঙ্গ করা হয়নি। মনে রাখতে হবে যে, সারা দুনিয়ার নামের সাথে যুক্ত মোহাম্মদ বলতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুঝায় না। সুতরাং মোহাম্মদ ওমর আলীকে নিয়ে যদি কেউ ব্যঙ্গ করে সে ব্যঙ্গ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) অথবা হযরত আলী (রাঃ) কারো উপরই বর্তাবে না। যারা এ নামগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান রাখেন তারা এ নামগুলোর যথেচ্ছা ব্যবহারের প্রতিবাদ তো করতেই পারেন। উক্ত কৌতুকটি এ ধরনের একটি প্রতিবাদ মাত্র। কৌতুকে ব্যবহৃত 'মোহাম্মদ' শব্দে মোটেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বুঝায় না এবং এখানে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এখানে 'মোহাম্মদ' শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহারের পক্ষে এক শ্রেণীর লোকের তাগিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুস্পষ্ট।

তবে প্রতিবাদের ধরনে ভুল থাকতে পারে অথবা ধরন বা পদ্ধতির ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকতেই পারে। সে ক্ষেত্রে লিখিত বক্তব্যের প্রতিবাদ লিখিতভাবেই হওয়া যৌক্তিক ও সঙ্গত। এটাই ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের মুরব্বিদের সুন্নত। ইহুদি-খৃষ্টানদের কেতাবের বিরুদ্ধে বা সংশোধনে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেতাব হাজির করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর তাহাফাতুন ফালাসেফার বিরুদ্ধে ইবনে রুশদের তাহাফাতুত্ তাহাফা আর দুররুল মোমতারের বিরুদ্ধে বন্দে দুররুল মোখতার, গাজ্জালীর এহ্ইয়াউল উলুম'-এর সমালোচনায় ইবনে জাওজির আলামুল এহ্ইয়া, হযরত কেরামত আলী জোনপুরীর রফিকুস্ সালেক্বীন, যাদুত্ তাকওয়া, হক্কুল ইয়াকীন এবং রাদ্দুল বেদ্আৎ, নূরুন্ আলা নূর এবং কাওলুস সাবেত প্রভৃতি কেতাবের সমালোচনায় হযরত জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী-এর লাতায়েফ-এ-শাকিয়া এবং আল্লামা মওদুদীর লেখার সমালোচনায় সূফী মদরুদ্দীন চিশ্তীর মওদুদীস্ করাপশন প্রভৃতি উদাহরণ প্রমাণ করে যে, কলমের জবাবে কলম ব্যবহারই মুরব্বিদের সুন্নত এবং গ্রহণযোগ্য।

এমতাবস্থায় 'মোহাম্মদ' শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আলপিন ও কিশোরকণ্ঠের প্রতিবাদের ধরনটি যদি কারো মনোপুত না হয়ে থাকে অথবা কেউ যদি 'মোহাম্মদ' শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহারের পক্ষে থাকেন অথব প্রতিবাদের ব্যাপারে কোনো উত্তম পদ্ধতি বাত্লাতে চান, তাহলে উক্ত পত্রিকা বা অন্য যে কোনো পত্রিকার মাধ্যমে তা জানাতে পারেন। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার ও সমাজে ফেৎনা সৃষ্টির তৎপরতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব সকলের নিকট বিনীত নিবেদন, আমরা সকলেই সকলকে চিনি। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কম বেশি হাড়ির খবর জানি; আসুন ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে আর রাজনীতি না করে নিজ নিজ জীবনে এর শিক্ষা রূপায়ণের চেষ্টা করি। আমাদের আচরণে অন্যরা আকৃষ্ট হোক, বোমাবাজি, মিছিল, ভাঙ্গচুর, দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা ও পাকি নারী নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও কর্মে সহযোগিতার কারণে ইতোমধ্যে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি। সুতরাং আর ইসলামের নামে অশান্তি নয়, সরকারের চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা নয়, বিক্ষোভ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, বোমাবাজি ও গুপ্ত হত্যা নয়, আসুন নিজেরা ইসলাম তথা শান্তিবাদী, শান্ত চরিত্রের অধিকারী হই, শান্তিময় সমাজের জন্য যথাসম্ভব কিছু করি। ইসলামী আন্দোলনের নামে বিত্তবৈভব তো অনেক হয়েছে, আর কত! ❑